সুপরামর্শের মাতাঃ "উনি তোমাদের যা-কিছু করতে বলেন, তোমরা এখন তা-ই কর" (যোহন ২ঃ ৫)। প্রবক্তা ইসাইয়া (৯ঃ৫) যীশু মশীহ্‌কে আশ্চর্য পরামর্শদাতা রূপে আখ্যায়িত করেছেন। মা হচ্ছেন উত্তম জননী যিনি সর্বদা সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সৃষ্টিকর্তার মাতাঃ "আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর" (যোহন ১ঃ১)। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরঃ পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্বন্বিতভাবে সৃষ্টি, মুক্তি ও পবিত্রকরণ কর্মে নিবেদিত। মা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সেই মহান মুক্তিকর্মে ছিলেন সহযোগীনি।

ত্রাণকর্তার মাতাঃ "বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে" (যোহন ১ঃ১৪)। মুক্তিকর্ম ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেমময় প্রকাশ। ত্রাণদাতা যীশুকে তাঁর গর্ভে ধারণের মধ্য দিয়ে তিনি মানবজাতিকে শাশ্বত পরিত্রাণ দান করেছেন।

পরম পরিণামদর্শিনী কুমারীঃ "ঐশ প্রজ্ঞা সার্থক বলে প্রমাণিত হয় তার সমস্ত কাজেরই মধ্য দিয়ে" (মথি ১১ঃ১৯)। মা পরম পিতার ইচ্ছানুসারেই সর্বদা চালিত হয়েছেন। নিজের ইচ্ছাকে পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছেন। তাইতে তিনি পরিণামদর্শিতা কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সবকিছু করেছেন।

শ্রদ্ধেয়া কুমারীঃ "আজ থেকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য ধন্য বলবে আমায়" (লূক ১ঃ৪৮)। মা হলেন সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। কারণ তিনি ত্রাণদাতাকে আমাদের জন্য দান করেছেন।

প্রশংসনীয়া কুমারীঃ "আমার জন্য সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন!" (লূক ১ঃ৪৯)। মা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সেবিকা ও প্রশংসার পাত্রী। মাকে প্রশংসার মধ্য দিয়ে ভক্তসন্তান মূলত যীশুরই মহিমা প্রকাশ করে থাকেন।

শক্তিমতি কুমারীঃ "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান!" (লূক ১ঃ৪৬)। সাধু পৌল বলেন, 'যিনি আমার শক্তিদাতা, তাঁরই শক্তিতে আমি সবকিছু সয়ে নিতে পারি' (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ১৩)। বিনম্র সেবাকাজেই মায়ের শক্তি নিহিত। তাঁর সে সেবাকাজের শক্তি ঈশ্বরের মহত্ত্ব থেকেই আগত। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল মন্দতা থেকে ভক্তসন্তানকে তিনি রক্ষা করেন।
দয়াময়ী কুমারীঃ "যুগে যুগে তাদেরই তো দয়া করেন তিনি, যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে" (লূক ১ঃ৫০)। বিনম্রচিত্তে মা ঈশ্বরের প্রেমময় ও করুণাময় হৃদয়কে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সেই দয়ায় সর্বদা সন্তানকে ঘিরে রাখেন।

বিশ্বস্তা কুমারীঃ "ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাঁকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে" (লূক ১ঃ৪৫)। বিশ্বাস হচ্ছে অলৌলিক ও ঐশকৃপারাই দান। মা বিশ্বাসময়ী অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের সকল প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রেখে চলেছিলেন।

ন্যায়ের দর্পণঃ "আর তিনি সকল জাতির কাছে ঘোষণা করবেন ন্যায়ের বাণী" (মথি ১২ঃ১৮)। যীশু হলেন ন্যায়পরায়ণ রাজা, ন্যায়ের উৎস ও সূর্য। মা হচ্ছেন তাঁরই বিকিরণ। তাঁর আশ্রয়ে থেকে ভক্তসন্তান ন্যায়ের পথে চলতে শক্তি পায়।

প্রজ্ঞার আসনঃ "যীশু জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং পেতে লাগলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালবাসা" (লূক ২ঃ৫২)। মাকে আখ্যায়িত করা হয় 'প্রজ্ঞার মাতা-ঝর্ণা-গৃহ ও আসন" হিসাবে। কারণ খ্রীষ্ট হলেন পরমেশ্বরের দেহধারিত প্রজ্ঞা। মা তাঁকেই তাঁর দেহে ধারণ করেছিলেন।